দৈনিক সংবাদ

13

তারিখ 08 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 2

২৮শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

চ্যান্সেলর পুরস্কারপ্রাপ্ত ৩২ জন ছাত্রছাত্রী এখনো পুরস্কারের টাকা পায়নি

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

চ্যান্সেলর পুরস্কারপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২ জন কৃতী ছাত্রছাত্রী এখনো পুরস্কারের টাকা পায়নি।

গত ৪ঠা জুন জাতীয় ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যদেরকে ৫ হাজার করে টাকা এবং সনদপত্র দেয়া হলেও এই ৩২ জনকে শুধু সনদপত্র দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি এরশাদ স্বয়ং পুরস্কার প্রদান করেন। তাদেরকে পরে টাকা দেয়া হবে বলে সেদিন জানানো হয়েছিল।

জাতীয় ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ওইদিন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কয়েক বছরের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারীদেরকে চ্যান্সেলর পুরস্কার দেয়া হয়। জানা গেছে, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ১৯৮৪, '৮৫ এবং '৮৬ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিভাগের অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের কারণে বিভিন্ন বিভাগের একই শিক্ষাবর্ষের অনার্স পরীক্ষা একই সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায়

(৩-এর পাতায় দেখুন)

পুরস্কারের টাকা পায়নি

(১ম পাতার পর)

পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের তালিকা তৈরী করতে গিয়ে জটিলতা দেখা দেয়।

উপরোক্ত ৩২ জনের পরীক্ষা নির্দিষ্ট করে দেয়া ওই তিন বছরের মধ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের নাম তালিকা তৈরীর প্রথম পর্যায়ে বাদ পড়ে যায়। অথচ একই শিক্ষাবর্ষের অন্য যাদের পরীক্ষা সে সময় অনুষ্ঠিত হয় তারা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।

পুরস্কার প্রদানের কয়েকদিন আগে ব্যাপারটি ধরা পড়ায় সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা জাতীয় ছাত্র পরিষদের গোচরে আনেন। জানা গেছে, জাতীয় ছাত্র পরিষদ তাদের নির্দিষ্ট করে দেয়া সময়সীমায় অটল থেকে তার বাইরে থাকা উক্ত ৩২ জনকে পুরস্কার দিতে প্রথমে অস্বীকার করে। কিন্তু ২৭শে মে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের এক বৈঠকে তাদেরকেও পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। সে সময় ঠিক হয় এই ৩২ জনকে আপাততঃ শুধু সনদপত্র দেয়া হবে, টাকা দেয়া হবে পরে। সে হিসেবে গত ৪ঠা জুন বঙ্গভবনে তাদেরকে শুধু সনদপত্রই দেয়া হয়, টাকার জন্য পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়।

তালিকা তৈরীর ওই জটিলতার জন্য জাতীয় ছাত্র পরিষদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পরকে দোষারোপ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, তালিকা তৈরীর জন্য জাতীয় ছাত্র পরিষদের ঠিক করে দেয়া পদ্ধতিই এই জটিলতার জন্য দায়ী। অন্যদিকে পরিষদের একজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় সঠিকভাবে তালিকা তৈরী না করতে পারায় ওই সমস্যা দেখা দেয়।

৩২ জনকে পুরস্কারের টাকা কবে দেয়া হবে জানতে চাইলে পরিষদ কর্মকর্তা জানান, ফাণ্ড না থাকায় জাতীয় ছাত্র পরিষদ তাদেরকে টাকা দিতে পারবে না, বিশ্ববিদ্যালয়কেই এই টাকা দিতে হবে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'টাকা আদায়ের জন্য চেষ্টা চলছে, চেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরাই টাকা দিয়ে দেবো।'

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করণে ৫টি পদক্ষেপ নিন : শিক্ষক সমিতি

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি কামরুজ্জামান এম পি ও সাধারণ সম্পাদিকা হেনা দাস গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার জন্য ৫টি পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। পদক্ষেপগুলো হলো : সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতনের হার ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষক সমিতি

(১ম পাতার পর)

হ্রাস করে একই হার বেঁধে দেয়া (তবে গ্রাম ও শহরের জন্য দু'টি পৃথক হার হতে পারে) ; কম সময়ের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলনের পরিকল্পনা; সরকারী ও বেসরকারী সকল শিক্ষক কর্মচারীর অভিন্ন বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে এবং বাজেটে কোটিপতি ধনীদের সুবিধা দেয়ার নীতি বাতিল করে তাদের ওপর অধিক কর বসানো ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পিত ভর্তুকি প্রদান প্রভৃতি।